স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা এবং এসোসিয়েশনের ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। বিগত এক দশকে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ কাজে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান সমূহ, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার/ সহযোগী এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্থানীয় সরকার এবং বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা ও বির্তকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মুখপাত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা (দর কষাকষি) করার জন্য জাতীয়ভাবে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশন/ ফোরামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া এধরনের এসোসিয়েশন/ ফোরাম দীর্ঘ মেয়াদে স্থানীয় সরকারসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ২০০৩ সালে ইউএসএআইডি'র সহায়তায় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (বিইউপিএফ) এবং মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ম্যাব) এর জন্ম হয়। পরবর্তীতে পরপর কয়েকটি নির্বাচিত বা অনির্বাচিত সরকারের সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এসোসিয়েশন দু'টি স্থানীয় সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবসময়ই সরব ভূমিকা পালন করে। এসময়ে এসোসিয়েশন দু'টি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।

২০০৯ সালে উপজেলা নির্বাচনের পর বেশ কিছু আলোচিত বিষয় যেমন- উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, উপজেলা চেয়ারম্যান - ভাইস চেয়ারম্যানদের কাজ ও দায়িত্ব বন্টন, উপজেলা পরিষদে ইউএনও'র ভূমিকা সহ আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে সমঝোতা/ দর কষাকষির মধ্য দিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ উপজেলা চেয়ারম্যান - ভাইস চেয়ারম্যান ঐক্য পরিষদ।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (বিইউপিএফ), মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ম্যাব) এবং বাংলাদেশ উপজেলা চেয়ারম্যান - ভাইস চেয়ারম্যান ঐক্য পরিষদ তাদের দাবি/ সুপারিশসমূহ নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। আজ স্থানীয় সরকারের এসোসিয়েশন গুলোর দাবীসমূহ পর্যালোচনা এবং সবার-জন্য-প্রযোজ্য এজেন্ডা চিহ্নিত করে এসোসিয়েশনসমূহ কিভাবে কাজ করতে পারে সেবিষয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছি। এপর্যায়ে সামগ্রিক ভাবে স্থানীয় সরকারের সাধারন (কমন) এজেন্ডা চিহ্নিত করার সুবিধার্থে পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের দাবি/ সুপারিশ গুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যালোচনা করা হলো।

স্থানীয় সরকারের আইন, নীতিমালা, বিধি, পরিপত্র ইত্যাদি		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
• ৬: সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারনী ও জাতীয় নীতি সংস্কার বিষয়ে বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতির (MAB) মতামত গ্রহনসহ সকল কমিটিতে ম্যাবের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্তি করন। • ১২: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়ের অধীনস্থ করন	• ১: সংবিধানের আলোকে উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুন:প্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে উপজেলা পরিষদকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকর করতে হবে। • ১.৩: সংবিধান ও উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও দপ্তর থেকে যে সব পরিপত্র জারি করা হয়েছে, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী শুধুমাত্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। কোন কমিটিরই সভাপতি হতে পারবেন না। • ১.৫: উপজেলা পরিষদ আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী ১০ টি মন্ত্রণালয়ের ১৩টি দপ্তর হস্তান্তরের পক্ষে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি ত্রটিপূর্ণ। এটি অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। • ৮: অবিলম্বে ভারসাম্যপূর্ন আইন প্রনয়ন করে জেলা পরিষদ পুনগঠন করতে হবে। নির্বাচিত জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাজস্ব বাজেটে জেলা পরিষদের বিপরীতে বরাদ্দ	• ১: ইউপি'র স্বায়ত্বশাসন পরিপন্থী পরিপত্র জারি করা বন্ধ করতে হবে এবং জারিকৃত পরিপত্রগুলো অবিলম্বে বাতিল করতে হবে

	সকল অর্থ উপজেলা পরিষদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। • ৯: নতুন আইন প্রনয়ন করে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারের বরাদ্দ নীতিমালা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনে কমিশন মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া যে কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ শুধুমাত্র কমিশনের মাধ্যমে নিস্পত্তি হবে। • ১০: গ্রামীন ও নগর নির্বিশেষে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একীভূত "মাদার ল" (Mother Law) প্রনয়ন করতে হবে। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ অন্যটির অবিকল নকল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, সেবাকর্ম, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বজনীন ও মানসম্মত একটি কাঠামো সৃষ্টি করতে হলে স্থানীয় সরকারের একটি সাধারন আইন কাঠামোর কোন বিকল্প নেই।	

কাঠামো, ক্ষমতা ও মর্যাদা		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
• ৯: স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ মোতাবেক পৌর মেয়র/ কাউন্সিলরদের মর্যাদা নিশ্চিত করন • ১৬: বিদ্যমান পৌরসভা চাকুরী বিধিমালা-১৯৯২ পরিবর্তন করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর আলোকে চাকুরী বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক কর্মকর্তা কর্মচারী পদমর্যাদা নিশ্চিত করন	• ১.২: পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে আইনে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা রাখা চলবে না। চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ ভাইস-চেয়ারম্যানদের উপরই সরাসরি প্রযুক্ত হবে। • ১.৪: উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের পদমর্যাদা, কর্ম বন্টন, সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা - ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স অনুযায়ী হবে এবং উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের পৃথক আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থা করতে হবে। • ১.৬: উপজেলা পর্যায়ে ১৩ টি বিভাগ ছাড়াও উপজেলার সকল দপ্তর, স্বরাষ্ট্র, মাধ্যমিক শিক্ষা, ভূমি পরিসংখ্যান, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তর অবিলম্বে উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। • ১.৮: পরিষদকে কার্যকর ও পূর্নাঙ্গ করার জন্য সংরক্ষিত আসনের মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ শূন্যপদ অবিলম্বে পুরন করতে হবে • ২: উপজেলা পরিষদের ন্যাস্তকৃত মন্ত্রনালয়ের দপ্তরসমুহের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোপন প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব উপজেলা চেয়ারম্যানকে দিতে হবে। • ৩: পরিষদের সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ভাইস	• ২: ইউপি'র আয়ের উৎস: হাটবাজার, জলমহাল, খেয়াঘাট, শ্যালোঘাট এবং খাসজমি ইজারা দেয়ার ক্ষমতা অবিলম্বে ইউপি'র কাছে ফেরত দিতে হবে। • ৪: ইউপি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ট্যাক্স আদায়কারী, কম্পিউটার অপারেটর/ টাইপিষ্ট এবং গ্রাম পুলিশ (মহিলা) নিয়োগের ক্ষমতা ইউপিকে দিতে হবে। অবিলম্বে বৃহত্তর পার্বত্য জেলার সকল ইউপিতে দফাদার ও গ্রাম পুলিশ নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে। ইউপি'র সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন/ ভাতা ইউপি'র মাধ্যমে দিতে হবে

	চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে করতে হবে।	• ৫: ইউপি'র আওতাধীন সরকারী বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সব উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ইউপি'র ছাড়পত্রের মাধ্যমে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করতে হবে • ৮: গ্রাম আদালতের বিচার করার ক্ষমতা ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা থেকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা করতে হবে • ১১: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ত বায়নের ক্ষমতা ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা করতে হবে

ব্যস্থাপনা, কার্যক্রম ও পরিকল্পনা		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
• ১: পৌরসভাধীন ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে ''নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল" প্রণয়ন। • ২: পৌর-নাগরিকদের শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য ''নগর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল " প্রণয়ন। • ৩: পৌর নাগরিকদের শতভাগ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ''নগর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল" প্রণয়ন। • ৪: পৌর এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে ''নগর আইন-শৃংখলা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত ম্যানুয়েল" প্রণয়ন। • ৫: পৌর এলাকার বিরোধ নিস্পতির জন্য ''নগর	• ৪: সকল দাপ্তরিক ফাইল সমূহ ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়ের মাধ্যমে চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরন করতে হবে। • ৭: বিদ্যমান আইন অনুযায়ী প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব স্তরের জন্য পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা থাকবে। ঐ এলাকায় কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার অধীনে সমন্বিত হতে হবে।	• ৭: নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট থাকতে হবে • ১২: টি.আর, কাবিখা এডিপি সহ সকল বরাদ্দ ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি প্রদান করতে হবে।

আদালত (বিরোধ নিস্পত্তি বোর্ড) আইন" প্রণয়ন • ৮: রাজধানী ঢাকায় MAB সেক্রেটারীয়েট এবং পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষন কেন্দ্র, নগর সংক্রান্ত লাইব্রেরীসহ প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে হোস্টেল স্থাপনের জন্য সরকারি ভাবে ১ বিঘা জমি বরাদ্দ প্রদান		

সম্পদ ও অর্থনৈতিক		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
• ৭: নগর উন্নয়নের স্বার্থে Bangladesh Municipal Development Fund (BMDF) কে কার্যকর করন। • ১০ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহ গতিশীল ও যুগোপযোগী করনের জন্য জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৪০% অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান এবং পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম হতে কর্তনকৃত ভ্যাট আয়করসহ অন্যান্য টাকা পৌর রাজস্ব তহবিলে জমা করনের জন্য পরিপত্র জারি করন। • ১১: সংশ্লিষ্ট পৌর-সভার সংস্থাপন খাতে ব্যয়িত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুদান হিসাবে পৌরসভায় রাজস্ব খাতে বরাদ্দ করন	• ১.৭: উপরে (১.৫ ও ১.৬) উল্লেখিত বিষয়, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হলেও ঐ দপ্তর সমুহের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। অর্থ ছাড়া বিষয়, কর্মকর্তা-কর্মচারী বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও উপজেলা পরিষদ আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই অবিলম্বে হস্তান্তরিত দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ পরিষদে হস্তান্তর করতে হবে। • ৫: সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্যপূর্নভাবে জাতীয় সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের স্থানীয় পর্যায়ে অনুন্নয়ন (রাজস্ব) ও উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা ৭০% স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে বরাদ্দ করতে হবে। • ৬ : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশে বিরাজিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব বাজেটসমূহ ও জাতীয় সরকারের বরাদ্দ একীভূত করে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকারের পৃথক জাতীয় বাজেট ঘোষনা করতে হবে। স্থানীয় সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জাতীয় সংসদে এই বাজেট পেশ করবেন।	• ৬: ভূমি হস্তান্তর করের ১% সরাসরি ইউপি তহবিলে জমা দিতে হবে এবং এর খরচের হিসাব ইউপি যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে

নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ (রাজনৈতিক/ প্রশাসনিক)		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
	• ১.১: বিদ্যমান আইনের ২৫ ধারা, পরিষদের উপদেষ্টা সংক্রান্ত এর (১) ও (২) ধারা সম্পূর্ন বাতিল করতে হবে	• ৩: ইউপি সংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষ করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংসদ সদস্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে

জনপ্রতিনিধিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট		
পৌরসভা	উপজেলা	ইউনিয়ন
• ১৩: উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি ও পরিকল্পিত নগরায়নের স্বার্থে মেয়রদের অনুকুলে সরকারী ভাবে গাড়ি বরাদ্দ প্রদান • ১৪: মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানি ভাতা যুগোপযোগী করন • ১৫: মেয়র ও কাউন্সিলরদের পারিবারিক নিরাপত্তার স্বার্থে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান		• ৯ : দুস্কৃতকারীদের হাতে নিহত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পরিবারকে এককালীন ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা যথাক্রমে একলক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা করতে হবে • ১০: ইউপি'র চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের সম্মানীভাতা যথাক্রমে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকায় উন্নীত করতে হবে

পরিশেষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোকে ক্ষমতায়িত করতে নিজেদের কর্মসূচির পাশাপাশি এসোসিয়েশন সমূহ কতগুলো সাধারন (কমন) ইস্যু চিহ্নিত করে সমন্বিতভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারে। এতে করে তাদের কণ্ঠস্বর আরো জোড়ালো হবে, সেই সঙ্গে অন্যান্য সহযোগী সংস্থা ও জনগণের সমর্থন পাওয়াও তাদের জন্য সহজ হবে।

ডেমক্রেসিওয়াচ
১৯ এপ্রিল ২০১০